



127974 - চাকুরীজীবী নারী কভিবে ইদ্দত পালন করবনে

প্রশ্ন

একজন চাকুরীজীবী মুসলমি নারীর স্বামী মারা গছনে। সনে নারী এমন এক দশেে রয়ছনে যে দশেে কারো নকিটাত্মীয় মারা গলে তাকে তনিদিনরে বশে ছুটি দিয়ে না। এমন পরসিথতিতে এ নারী কভিবে ইদ্দত পালন করবনে? কনেনা তনি যদি শরয়িত নরিদশেতি সময় ইদ্দত পালন করতযে যান তাহলে চাকুরীচযুত হবযে। এমতাবসথায় জীবকি অর্জনরে স্বার্থযে তনি কি দ্বীনি আবশ্যক বযিয় বর্জন করবনে?

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু ললিলাহ।

তার উপর আবশ্যক হলো শরয়িত নরিধারতি সময় ইদ্দত পালন করা এবং ইদ্দত পালনকালীন গটেটা সময়যে তনি শরয়িত নরিদশেতি শোক পালন করবনে। দিনরে বলো তনি চাকুরীতযে যতেযে পারবনে। কনেনা এটি তার গুরুত্বপূর্ণ প্রয়য়োজনরে অন্তর্ভুক্ত। মৃত স্বামীর ইদ্দত পালনকারী নারীর জন্য তার প্রয়য়োজনে দিনরে বলোয় বরে হওয়া জায়যে মর্মে আলমেদরে প্রত্য়ক্ষ উক্তরিয়ছযে। চাকুরী মানুষরে গুরুত্বপূর্ণ প্রয়য়োজনরে অন্তর্ভুক্ত। যদি রাতযে বরে হওয়ার প্রয়য়োজন হয় তাহলে সটেও তার জন্য জায়যে হবযে; চাকুরী থকে বরখাস্ত হওয়ার আশংকার মত জরুরী প্রকেষতিযে। চাকুরী থকে বরখাস্ত হলে তাকে যযে ক্ষতরি মুখোমুখি হতে হবযে সটে অজানা নয়; যদি সযে চাকুরীটির মুখাপকেষী হয়। আলমেগণ ইদ্দত পালনকালীন সময়যে স্বামীর বাড়ী থকে বরে হওয়া জায়যে হওয়ার বশে কছি কারণ উল্লেখ করছনে। সযে কারণগুলোর কোন কোনটি চাকুরীর জন্য বরে হওয়ার চযেযে তুচ্ছ। এ ক্ষতেরে দললি হলো আল্লাহতাআলার বাণী: “তোমরা সাধ্যানুযায়ী আল্লাহকে ভয় কর”।[সূরা তাগাবুন, ৬৪: ১৬] এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে বাণী: “যখন আমি তোমাদেরকে কোন নরিদশে প্রদান করি তখন তোমাদের সাধ্যযে যতটুকু আছে ততটুকু আদায় কর।”[হাদসিটি সর্বসম্মতক্রমে সহহি] আল্লাহই সর্বজ্ঞাণী।[ফাতাওয়া বনি বায (২২/২০১) সমাপ্ত]

আল্লাহই সর্বজ্ঞাণ।